ব্যবসা সফল ছবি দু'একটি

বাংলা সিনেমা ফ্লপ

একটা সময় ছিলো, দূরদূরান্ত থেকে বিনোদনের আশায় ছুটে আসত মানুষ সিনেমা হলে। সেই সময় মফস্বল শহরগুলো জমজমাট থাকতো সিনেমা শো টাইমে। এটা খুব একটা বেশি দিন আগের কথা নয়। শুধু মফস্বল শহরের চিত্রই এমন ছিল না। 'শো' টাইমে শহরগুলোও থাকতো বেশ জমজমাট। এই দৃশ্যপটের পরিবর্তন শুরু হয় বছর পাঁচেক আগে। এখন মফস্বল থেকে শুরু করে শহরে বন্ধ হয়ে গেছে অনেক সিনেমা হল। হল মালিকেরা ব্যবসায় লাভবান হতে না পেরে সিনেমা হল বন্ধ করে মার্কেট, মিল এমনকি গোডাউন করেছেন। যা থেকে বোঝা যায় চলচ্চিত্র শিল্পের ধসের আভাস। আভাসটা বললে ভুলই হবে। চলচ্চিত্র শিল্পে ধস শুরু। যার আলামত আগে বছরে ৭৫ থেকে ৮০টির মতো ছবি নির্মিত হতো। এখন বছরে ৫৫ থেকে ৬০টি ছবি নির্মিত হচ্ছে। তবে ব্যবসাসফল ছবি দু'একটি। বাকি সবগুলি ফ্লপ। যার কারণে অনেক প্রযোজনা সংস্থা ছবি নির্মাণ ছেড়ে দিয়েছে। চলচ্চিত্র বিশেষজ্ঞদের দৃষ্টিতে ভালো গল্প, গল্পে চমক নেই, এমনকি

একটি ব্যবসা সফল ছবি স্বামী-স্ত্রীর যুদ্ধে মান্না ও শাবনূর

মৌলিকতা নেই, এমতবস্থায় প্রয়োজন শিল্পীদের দক্ষ অভিনয়, যা দিয়ে দর্শক টানতে বাধ্য। এর মধ্যে শিল্পী সংকটও রয়েছে। দর্শকদের ভাষায়, ছবিতে অশ্লীলতা এমনকি কাটপিচ সংযোজন, সামঞ্জস্যহীন কাহিনী, নাচ গান। নায়িকাদের শরীর, যা একবার দেখলে বমি করতে ইচ্ছে করে। আমাদের চলচ্চিত্রের যে অবস্থা এর চেয়ে ব্লুফিল্ম দেখা ভালো। যার কারণে রুচিশীল দর্শক সিনেমা হলে আসে না। সবকিছু মিলিয়ে চলচ্চিত্র শিল্পে এখন নেমেছে ধস। যেকোনো মহূর্তে শোনা যাবে সব নির্মাতারা বন্ধ করে দিয়েছেন চলচ্চিত্র নির্মাণ। এতে বহুদিনের গড়া শিল্প হয়ে যেতে পারে বিলীন। বিলীন না হলেও টিকে থাকবে ধুঁকে ধুঁকে যাত্রা শিল্পের মতো বলে মনে করেন অভিজ্ঞমহল।

চলচ্চিত্রে সংকট : অনেক নির্মাতা চলচ্চিত্র শিল্পের এ অবস্থার জন্য দেখাচ্ছেন নানা সমস্যা। অথচ একটা সময় ছিলো যখন নায়িকা খুঁজে পাওয়া যেত না। হাতে গোনা দু'একজন নায়িকা দিয়ে কাজ করানো হতো, তখনও নির্মিত হতো ভালো ছবি। নির্মাতারা তাদের লগ্নি করা টাকার লাভাংশসহ তুলে নিতে পারতেন। তখন

সি নে মা রি ভি উ

লাল দরিয়া

পরিচালক এফ. আই. মানিক অনেক অসাধ্য সাধন করেছেন। তিনি শাবনূর-পূর্ণিমাকে একসঙ্গে নিয়ে ছবি বানিয়েছেন। মৌসুমী-শাবনূরকে নিয়েও ছবি তৈরির ঘোষণা দিয়েছেন। 'লাল দরিয়া'তে তিনি একসঙ্গে হাজির করেছেন মৌসুমী-পূর্ণিমাকে। স্বাভাবিকভাবে এ ছবি ঘিরে দর্শকদের কৌতূহল অনেক বেশি। 'ভাই, বহুদিন পর মুনমুন, ময়ূরীর ছবি ছাড়া ছবি দেখতে আইলাম। দেখি কি অবস্থা'। অবস্থা দেখতে দর্শকদের সঙ্গে হলের ভেতর ঢুকে পড়লাম।

ঘটনা সংক্ষেপ : এলাকার মন্দলোক নাসির সওদাগরের (খলিল) বিরুদ্ধে লোকজনকে সংগঠিত করার অপরাধে প্রাণ দিতে হয় মজিদ মাস্টারকে (প্রবীর মিত্র)। সে রাতেই জলোচ্ছ্বাসে হারিয়ে যায় প্রবীর মিত্রের বড় ছেলে শিমুল (আমিন খান)। ছোট ছেলে সাগরকে (রিয়াজ) বুকে নিয়ে বড় করে মা আনোয়ারা। সাহায্য করে প্রবীর মিত্রের দু'বন্ধু তোফাজ্জল (সাদেক বাচ্চু) ও ড. রশিদ (আনোয়ার হোসেন)। ওদিকে সাগর পাড়ে আমিন খান ও রানুকে (মৌসুমী) কুড়িয়ে পায় রাজ্জাক। আমিন খানের স্মৃতিশক্তি হারিয়ে গেলে রাজ্জাক তার নাম দেয় দরিয়া। এই আমিন খান এক সময় খলিলের সকল কুকর্মের দোসর হয়। অন্যদিকে রিয়াজ একটি পত্রিকা অফিসের মালিক। সে যখন জানতে পারে, খলিল তার বাবার হত্যাকারী, তখন সে তার ও আমিন খানের বিরুদ্ধে রিপোর্ট ছাপায়। ক্ষুব্ধ আমিন খান তাকে গুলি করে। কিন্তু পরে প্রেমিকা মৌসুমী ও বাবার কথায় সে ভালো হতে চায়। খলিল তাকে মেরে ফেলার নির্দেশ দেয়। ওদিকে রিয়াজের সঙ্গে প্রেম হয় খলিলের মেয়ে পূর্ণিমার। আমিন স্মৃতিশক্তি ফিরে পেলে দু'ভাই মিলে পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নেয়।

চোখ-কান বন্ধ : আমিন খান খলিলের ডান হাত। খলিল যাবতীয় কুকীর্তি আমিন খানের মাধ্যমেই করায়। সে মদ খায়, অবলীলায় মানুষ খুন করে। অথচ তার প্রেমিকা মৌসুমী ও বাবা রাজ্জাক এসব কিছুই জানে না। আমিন খান রিয়াজকে গুলি করে। তখন তা দেখে ফেলে রাজ্জাক। বাসায় এসে মদ খাওয়ার দৃশ্যও তখন মৌসুমী ও রাজ্জাকের চোখে ধরা পড়ে। 'আরে শালারা কানা নাকি? এতো দিন কিছু জানে না। হঠাৎ কইরা সব দিনের আলোর মতো ফকফকা।' একই কথা বলা যায় পূর্ণিমা সম্পর্কেও। তার বাবা খলিল যে এলাকার সকল কুকীর্তির মূলে তা সে জানতো না। 'আরে ভাই নায়ক-নায়িকারা এভাবে চোখ-কান বন্ধ করে বসে না থাকলে তো সিনেমার গল্পই তৈরি হবে না।' পাশের দর্শকের এ যুক্তিতে আমার অভিভূত হবার মতোই অবস্থা।

'শালীর শইল্যে কি ঠোঁট আর চোখ ছাড়া সুন্দর কিছু নাই। সুন্দর যা যা আছে, সব কিছুর কথা কইতে হইবো, দেখাইতে হইবো'

করছেন না। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য এজে মিন্টু, তবে সাময়িক বিরতী নিয়েছেন শহীদুল ইসলাম, মহম্মদ হান্নান, মুস্তাফিজুর রহমান বাবু।

স্বনামধন্য পরিচালক এজে মিন্টু, যার পরিচালিত প্রতিটি ছবিই এক সময় ছিলো সুপার হিট। আবার ব্যবসায়িক দিক থেকে লাভবান। অথচ তিনি এখন আর ছবি পরিচালনা করেন না। এর কারণ সম্পর্কে জানা যায় অশ্লীল ছবি নির্মাণ শুরু। যার জন্য তিনি নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছেন। শহীদুল ইসলাম পরিচালিত সর্বশেষ 'মুখোশধারী' ছবিটি ফ্লপ করার পর তিনি এখন পর্যন্ত আর কোনো ছবি নির্মাণ করেননি। তিনি ছাড়াও মহম্মদ হান্নান তার 'খবরদার' ছবিটি ফ্লপের পর আর ছবিতে হাত দেননি।

ছবি নির্মাণে সমস্যা নানাবিধ : বাংলাদেশে চলচ্চিত্র নির্মাণের মূল কেন্দ্র এফডিসি। অথচ এফডিসি এখন সন্ত্রাসীদের দখলে। জানা যায় এফডিসির মধ্যে শুটিংয়ের জন্য সন্ত্রাসীদের চাঁদা দিতে হয়। তাদের চাঁদা না দিলে নানা রকম সমস্যার সৃষ্টি করে। যার কারণে অনেক সময় শুটিং বন্ধ রাখতে হয়। সম্প্রতি হেরোইন আসক্ত এক সন্ত্রাসী এফডিসিতে ঢুকতে চাইলে নিরাপত্তা কর্মী নুরুল হক তাকে বাধা দেয়। এতে সন্ত্রাসী তাকে চাকু মারে। ভাগ্যচক্রে সে বেঁচে যায়। সন্ত্রাসীকে আটক করে পুলিশের কাছে সোপর্দ করা হয়। পরবর্তীতে সেই সন্ত্রাসীকে ছেড়ে দেয়া হয়। এ ব্যাপারে এফডিসি কর্তৃপক্ষ নীরব বলে অভিযোগ রয়েছে। এই সন্ত্রাসীদের সঙ্গে অনেক নায়িকার সম্পর্ক রয়েছে বলে জানা যায়। সম্প্রতি একজন নায়িকার সঙ্গে বসে আড্ডা দেয়ার সময় ডিবি একজন সন্ত্রাসীকে গ্রেপ্তার করে। সন্ত্রাসীদের অবাধ আচরণে অনেক নায়ক-নায়িকা, নির্মাতা এফডিসিকে নিরাপদ নয় বলে অভিযোগ করেন। যেহেতু দেশে আর কোনো ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি নেই যার কারণে এফডিসির ওপরেই নির্ভর করতে হয়। অভিযোগ পাওয়া গেছে, যখন যে সরকার ক্ষমতায় থাকে সেই সরকারের ছত্রছায়ায় সন্ত্রাসী কর্মকান্ড করার সাহস পায় এসব সন্ত্রাসীরা। এছাড়াও রয়েছে দেশে শুটিং স্পটের সমস্যা। প্রতিটি ছবিতে একই জায়গা দেখতে দেখতে দর্শক বিরক্ত। আর আমাদের দেশের চলচ্চিত্রের যে অবস্থা তাতে দেশের বাইরে শুটিং করাটাও সম্ভব নয়। রয়েছে টেকনিক্যাল নানা সমস্যা। সেই আগের আমলের সব যন্ত্রপাতি। যার আউটপুট কি হতে পারে এখানে প্রশ্ন নির্মাতা ও কলাকুশলীদের। তাদের দৃষ্টিতে এখনই সময় এই শিল্পকে বাঁচাতে সরকারের এগিয়ে আসা। তা না হলে যেভাবে চলচ্চিত্রে ধস নামতে শুরু করেছে তাতে এ শিল্প ধ্বংস হতে আর বেশি সময় লাগবে না। এ শিল্প ধ্বংস হলে সরকার হারাবে রাজস্ব আয়। ক্ষতিগ্রস্ত হবে সংশিষ্ট হাজার হাজার মানুষ। দর্শক হারাবে বিনোদনের মূল মাধ্যম।

শিশুদের ছবির প্রদর্শনী

প্রদর্শনীর একটি ছবি

৯আগস্ট বিকালে দৃক গ্যালারিতে উদ্বোধন করা হয় ইমাজিনেশনস 'শিশু কিশোরদের চোখে বাংলাদেশ ২০০২' শীর্ষক দ্বিতীয় প্রদর্শনী। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শিল্পী হাশেম খান, কবি শামসুর রাহমান ও শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের পত্নী জাহানারা আবেদিন। এই প্রদর্শনীতে স্থান পায় ৬ থেকে ১৬ বছরের আঁকা শিশুদের ২৮টির মতো ছবি। শিশুরা আপন মনের মাধুর্য মেশানো রঙ দিয়ে এঁকেছে তাদের চোখে দেখা বাংলাদেশ, কেউ কেউ এঁকেছে গ্রামের ঐতিহ্যবাহী বিয়ের পালকি। কেউ আবার পাখির বাসা, বন্যা, নিজের গ্রাম, বৃষ্টির দিন, চিড়িয়াখানা, বাংলার কৃষক, সুন্দরবন, আদিবাসী জীবন প্রভৃতি। প্রদর্শনী চলবে ১৩ আগস্ট প্রতিদিন বিকাল ৩টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত।

তিন্নির প্রিয় অনুষ্ঠান

মডেল হিসেবে তিন্নি ইতিমধ্যেই ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন। অল্প সময়ে তিন্নির এই সাফল্যকে অনেকেই বাঁকা চোখে দেখছেন। ফ্যাশন মডেল হিসেবেও তিন্নির যথেষ্ট চাহিদা রয়েছে। অচিরেই তিন্নি বাদল খন্দকারের 'বৃষ্টির চোখে জল' ছবিতে নায়িকা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করছেন। ক'দিন আগে শেষ করলেন আহমেদ ইউসুফ সাবেরের নাটক 'পাশাপাশি'র কাজ। তবে ছবির কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত খুব বেশি ব্যস্ত হতে চাচ্ছেন না তিন্নি। প্রিয় অনুষ্ঠান বিষয়ে কথা হলে তিন্নি বলেন, 'এমনিতে আমি বেশ টিভি দেখি বলতে পারেন। তবে ইদানীং ছবির বিষয়ে বারবার সিটিং দিতে হচ্ছে– ছবির মেকআপ, গেটআপ, অ্যাক্টিং লাইন নানান বিষয়ে বারবার বসতে হচ্ছে। ফলে ব্যস্ততা স্বাভাবিকভাবেই একটু বেড়ে গেছে, টিভি দেখার সময়টাও কমে এসেছে।' দেশীয় চ্যানেলগুলোর মধ্যে একুশে টিভিই তিন্নির বেশি দেখা হয়। একুশের 'দেশজুড়ে', 'দৃষ্টি' 'তবুও বলতে চাই' সহ বেশ কয়েকটি অনুষ্ঠান রয়েছে তিন্নির পছন্দের তালিকায়। একুশের রাতের সংবাদ ভালোলাগে, তবে ইদানীং চ্যানেল আই সংবাদও বেশ ভালো করছে বলে জানালেন তিন্নি। বিটিভিতে হানিফ সংকেতের 'ইত্যাদি' তিন্নির খুব প্রিয় অনুষ্ঠান আর সাপ্তাহিক নাটকগুলোও দেখার চেষ্টা করেন তিনি। তবে এটিএন বাংলা তার একেবারেই দেখা হয় না। বিদেশী টিভি চ্যানেল সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিন্নি বলেন, 'বাইরের চ্যানেলগুলোই বেশি দেখা হয় কারণ ওদের প্রোগ্রামগুলো খুব ইন্টারেস্টিং হয়। মুভি চ্যানেলগুলোর মধ্যে স্টার মুভিজ, এইচবিও, হলমার্কস ভালো লাগে। আর হরর মুভির প্রতি আমার একটা দুর্বলতা রয়েছে, খুব এনজয় করি।' মিউজিক চ্যানেল এমটিভি, চ্যানেল ভি পছন্দ করেন তিন্নি। ডিসকভারিও রয়েছে তার পছন্দের তালিকায়। বাইরের নিউজ চ্যানেলের মধ্যে রয়েছে বিবিসি। সনি টিভি এবং স্টার প্লাসও দারুণ এনজয় করেন। তিন্নি বলেন, 'স্টার প্লাসে ডেইলি সোপ 'কাহানি ঘর ঘর কি', 'কাহি কিসি রোজ' অসম্ভব ভালো লাগে। সনিতে কুসুম কুটুম কো মাঝে মাঝে দেখা হয়। তবে মাধুরী দিক্ষীতের 'কাহি না কাহি কোই হ্যায়' দারুণ এনজয় করেছি।'

বাংলাদেশ নৃত্য উৎসব

১৫ সেপ্টেম্বর থেকে জাতীয় জাদুঘর মিলনায়তনে শুরু হচ্ছে তিন দিনব্যাপী 'বাংলাদেশ নৃত্য উৎসব'। আয়োজনে নৃত্যধারা ও বেঙ্গল ফাউন্ডেশন। বাংলাদেশে বসবাসকারি বাঙালি, ক্ষুদ্র জাতি সত্তা ও নৃ-গোষ্ঠীর বৈচিত্রময় নৃত্য ঐতিহ্য ও এর আধুনিক অভিব্যক্তি নির্ণয়

নৃত্যধারা'র সদস্যবৃন্দ

ও চর্চাই নৃত্যধারার মূল লক্ষ্য। এ লক্ষ্য নিয়ে নৃত্যধারা দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে আসছে। এছাড়াও প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলায় প্রচলিত নৃত্য বিষয়ে গবেষণা, লুপ্ত ইতিাসের পুনরুদ্ধার, শিল্পায়তন কেন্দ্রিক নৃত্য চর্চার সুযোগ সৃষ্টিও এ দলের লক্ষ্য। ঐতিহ্যের অনুসন্ধানের সঙ্গে সঙ্গে দেশের সমকালীন সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থায় বিরাজমান সঙ্কট, সংঘাতকে এ দল নৃত্যের মাধ্যমে সুবৃহৎ সংগ্রামী জনগণের সামনে তুলে ধরতেও বদ্ধপরিকর। এই সংগঠনটি এইডস্ কার্যক্রমে তহবিল গঠনার্থে নৃত্য সন্ধ্যা আয়োজন করে গত বছরে। বাংলাদেশ নৃত্য উৎসবে পরিবেশন করা হবে চাকমা, মারমা, মনিপুরী, সাঁওতাল, বাঙলা লোক, ধ্রুপদী ও সৃজনশীল নৃত্য। উৎসব শেষ হবে ১৭ সেপ্টেম্বর। নৃত্যানুষ্ঠানের পাশাপাশি আয়োজন করেছে নৃত্য বিষয়ক সেমিনার। উৎসবে নৃত্য পরিবেশন করবে বুলবুল ললিতকলা একাডেমী, ঝংকার ললিতকলা একাডেমী।

অস্ট্রেলিয়ান ছবি প্রদর্শনী

১৫ আগস্ট থেকে ঢাকাস্থ ব্রিটিশ কাউন্সিল মিলনায়তনে শুরু হচ্ছে প্রথম অস্ট্রেলিয়ান চলচ্চিত্র উৎসব। দুই দিনব্যাপী এই চলচ্চিত্র উৎসবের আয়োজন করেছে অস্ট্রেলিয়ান হাই কমিশন। বাংলাদেশ ও অস্ট্রেলিয়ার কূটনৈতিক সম্পর্কের ৩০ বছর পূর্তি উপলক্ষে এই আয়োজন। এই উৎসবে দেখানো হবে সাতটি অস্ট্রেলিয়ান পূর্ণদৈর্ঘ্য এবং তিনটি স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র। এই উৎসবের মাধ্যমে বাংলাদেশের দর্শকবৃন্দ অস্ট্রেলিয়ার চলচ্চিত্র শিল্পের অগ্রগতি সম্পর্কে জানতে পারবেন। একই সঙ্গে সমকালীন অস্ট্রেলিয়ান চলচ্চিত্রের ধারা এবং মূল্যবোধের সঙ্গেও পরিচিত হবার সুযোগ পাবেন। ১৪ আগস্ট উৎসবের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হলেও দর্শকদের জন্য প্রদর্শিত হবে ১৫ ও ১৬ আগস্ট। যে ছবিগুলো দেখানো হবে তার মধ্যে পূর্ণদৈর্ঘ্য হলো–দি ডিস, সিয়াম সানসেট, রেডিয়্যান্স, ডুইং টাইম ফর প্যাটসি ক্লাইন প্রভৃতি। স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রের মধ্যে রয়েছে, কনফেশন্স অব অ্যা হেড সেন্টার, উপস্, ও টিউলিপ।

সুন্দরবন ভ্রমণ

বর্ষায় সুন্দর বনের সৌন্দর্য্য উপভোগের লক্ষ্যে দ্যা গাইড ট্যুরস লিঃ আয়োজন করেছে ৫ দিনব্যাপী 'ট্রিপ টু সুন্দরবন ফরেস্ট' বিশেষ ট্যুর। এই ট্যুরে অংশগ্রহণের জন্য ধার্য করা হয়েছে প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য ৩ হাজার টাকা আর অপ্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য ২ হাজার টাকা। যা অন্য যে কোনো সময়ের চেয়ে অনেক কম। আগ্রহী ভ্রমণকারীরা যোগযাযোগ করতে পারেন দ্য গাইড ট্যুরস লিঃ, দর্পণ কমপ্লেক্স (১ম ফ্লোর), প্লট-২, গুলশান এরিয়া-১১, ঢাকা। ফোন: ৯৮৮৬৯৮৩। ফ্যাক্স : ৮৮২-২-৯৮৮৬৯৮৪, E-mail: theguide@bangla.net

১৮ আগস্ট : ঢাকা থেকে খুলনার উদ্দেশ্যে এসি কোচে যাত্রা শুরু।

১৯ আগস্ট : খুব সকালে খুলনায় পৌঁছানোর পরে আপনি সেখানকার ফরেস্ট ঘাট থেকে এমভি অবসর জাহাজে করে দক্ষিণে যাত্রা শুরু করবেন। সারা দিন জাহাজ যাত্রার পরে শেষ বিকেল নাগাদ পৌঁছবেন কটকা ফরেস্ট স্টেশনে।

২০ আগস্ট : কটকা ফরেস্ট স্টেশনে পুরো দিনটি বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্যে কেটে যাবে।

২১ আগস্ট : ভোর বেলা আবার জাহাজটি ঢাকার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করবে। সম্পূর্ণ দিন নদীতে থাকার পর সুবিধাজনক স্থানে রাতের বেলা নোঙ্গর করবে।

২২ আগস্ট : ভোর বেলা যাত্রা শুরু করে নারায়ণগঞ্জে বিকেল বেলা জাহাজ থাকবে। সেখান থেকে আপনাকে ঢাকায় পৌঁছে দিবে।

প্রিমিয়ার শো

১১ আগস্ট সন্ধ্যায় জার্মান কালচার সেন্টার মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয় 'স্পর্শে নয়, তবুও...'

স্পর্শ নয়, তবুও.. নাটকে জয় ও শ্রাবন্তী

নাটকের প্রিমিয়ার শো। প্রিমিয়ার শো'তে উপস্থিত ছিলেন নাটকটির রচয়িতা ও পরিচালক– চয়নিকা চৌধুরী, প্রযোজক মানস দাস, শিল্পী ও কলাকুশলী। নাটকটির কাহিনী গড়ে উঠেছে এভাবে– মায়ার বিয়ে হয়। বাসররাতে স্বামী আসিফ তাকে হলুদ গোলাপ দেয়, আর রবীন্দ্রনাথের কবিতা শোনায়। কোনোটাই মায়ার পছন্দ নয়। কারণ সে বিয়ে করেছে বাবার কথায়। সে ভালোবাসে অঞ্জন নামে এক ছেলেকে। এই কথা শুনে চমকে ওঠে আসিফ। শুরু হয় নাটকীয়তা। এভাবে এগিয়ে যায় কাহিনী। এতে অভিনয় করেছেন–শাহেদ, জয়, শ্রাবন্তী, মোহনী, প্রমুখ।

প্রিমিয়ার ও মহরত

৭ আগস্ট সন্ধ্যায় একটি স্থানীয় হোটেলে অনুষ্ঠিত হয় টেলিফিল্ম লজ্জার প্রিমিয়ার 'শো' এবং শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাস অবলম্বনে 'দেবদাস' টেলিফিল্ম-এর মহরত। এই প্রিমিয়ার 'শো' ও মহরত-এর আয়োজন করে প্রযোজনা ও পরিবেশনা সংস্থা আকাভা টেলিফিল্মস। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী সেলিমা রহমান, বিশেষ অতিথি বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী বরকত উল্লাহ বুলু, টেলি-ফিল্মের পরিচালক বোরহান উদ্দিন লাভলু প্রমুখ।

রুহুল তাপস, নোমান মোহাম্মদ
জব্বার হোসেন

কই নির্মাতার নাটক ও ছবিতে কাজ করেও শাওন ভালো অভিনয় করেন এটা নিশ্চিত। তবে তিনি একই গন্ডির মধ্যে আবদ্ধ একথা ঠিক। কথাগুলো জানালেন কয়েকজন সিনিয়র পরিচালক। তাদের ধারণা শাওন অন্য নির্মাতাদের নাটকে অভিনয় করলে আরো ভালো করতেন। এ সম্পর্কে তারাই আবার ব্যাখ্যা দিলেন এভাবে– শাওন হুমায়ূন আহমেদের নাটকে যে চরিত্র পান তা তার পছন্দের চরিত্র। যার কারণে অন্য কোনো নির্মাতার নাটকে কাজ করতে চান না। আবার এমনও হতে পারে শাওন ভালো কাজ করে বলে ঈর্ষায় অন্যরা ডাকে না। অপরটি এমনও হতে পারে নূহাশ থেকে নিষেধ আছে অন্য কারো নাটক না করা। তবে শাওন বললেন, 'অন্যান্য পরিচালক সিডিউল মিলিয়ে কাজ করতে আগ্রহী নয়। তাদের দেয়া সিডিউল অনুযায়ী কাজ করতে হয়। যার কারণে আমার পড়াশোনার ক্ষতি হয়। কিন্তু স্যার আমাকে যে সিডিউল দেন তাতে আমার পড়াশোনার ক্ষতি হয় না। যার কারণে তার সিডিউলকে প্রাধান্য দেই।'

ডেল কন্যা মৌ এখন বেশি ব্যস্ত মডেলের চেয়ে বিদেশে স্টেজ শো নিয়ে। অনেক দিন পর তিনি মডেল হলেন একটি ব্যতিক্রমধর্মী বিজ্ঞাপনের। আর বিজ্ঞাপনটি হলো একটি অলংকার প্রতিষ্ঠানের। মৌ-এর সঙ্গে কো-আর্টিস্ট ছিলেন নোবেল। তবে আসল খবর হলো মৌ যাচ্ছেন জাপানে। চলতি মাসের শেষ দিকে। তার এবারের সফর সঙ্গীরা হলেন–হানিফ সংকেত, আলম আরা মিনুসহ অনেকে। সেখানে মৌ নৃত্য পরিবেশন করবেন।

রুনা প্রথম

নপ্রিয় গায়িকা রুনা লায়লা এই প্রথম প্লেব্যাক করলেন ছোট পর্দায়। তিনি সম্প্রতি শহীদুল ইসলাম মিন্টু পরিচালিত দেবদাস টেলিফিল্মের জন্য একটি গান রেকর্ডিং করলেন। তার কণ্ঠে 'জল সাগর' গানটির লিপ সিং করবেন পার্বতী।

নপ্রিয় চলচ্চিত্র তারকা শাবনূরের বিদেশ সফর নিয়ে সৃষ্টি হয়েছে বিতর্কের। শাবনূরের শুভাকাঙ্ক্ষীরা দায়ী করছেন তাকেই। যেহেতু শাবনূর প্রেস মিডিয়া থেকে নিজেকে লুকিয়ে রাখছেন। তিনি মুখোমুখি হচ্ছেন না কোনো সাংবাদিকের। যার জন্যই ক্রমান্বয়ে বিদেশ সফর নিয়ে সৃষ্টি হচ্ছে বিতর্কের ঝড়। সম্প্রতি তিনি চিকিৎসার কথা বলে ঘুরে এলেন সিঙ্গাপুর থেকে। তবে তার ঘনিষ্ঠ অনেকেই বলছেন, তিনি সিঙ্গাপুরের নাম করে গিয়েছিলেন হায়দ্রাবাদে। কারণ সেখানে একটি ছবির শুটিংয়ে গিয়েছেন রিয়াজ ও পূর্ণিমা। শাবনূর মুখে স্বীকার না করলেও দূর থেকে খবরদারি করছেন রিয়াজের। যার কারণে তিনি চিকিৎসার কথা বলে সিঙ্গাপুর গিয়েছিলেন ঠিকই তবে ফেরার পথে হায়দ্রাবাদ হয়ে ফিরেছেন।